যারা তাগূতের কাছে বিচার চায়

সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল-ওয়াহহাব

আল্লাহ ﷾ বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি যা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (তা সত্ত্বেও) তারা তাগূতের কাছে বিচার চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাগূতের কে প্রত্যাখ্যান[১] করে। আর শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে আসো যা তিনি রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে। তাদের কৃতকর্মের জন্য মুসীবত আসলে কি হয়? তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।" [সূরা আন-নিসাঃ ৬০-৬২]

যিনি স্বীকার করেন যে আল্লাহ ﷾ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তিনি অবশ্যই তাঁর হুকুম মেনে নিবেন এবং রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হওয়া তাঁর সমস্ত আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। আল্লাহ ﷾ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এই সাক্ষ্য দেয়ার পরও যদি কেউ কোন বিবাদের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কারো বিচারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তার সাক্ষ্য আসলে

---

১ অনুবাদকের নোট: এখানে আল্লাহ ﷾ (يكفر) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ ব্যাপক। কোন কিছুর প্রতি কুফর করা হচ্ছে ঈমানের বিপরীত। এই প্রবন্ধের সহজ অনুবাদের স্বার্থে আমরা (يكفر) কে "প্রত্যাখ্যান" হিসেবে অনুবাদ করেছি, তদুপরি, পাঠকের জন্য বাঞ্ছনীয় হলো (الكفر بالطاغوت) বা "কুফর-বিত-তাগূত" সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা। তাহলেই (يكفر) শব্দের সঠিক অর্থ বুঝা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা।

তাওহীদ দুটি সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এদের অবিচ্ছেদ্যতার কারণে একটি রেখে আরেকটির সাক্ষ্য দেয়া যায়না। "আল্লাহ বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট করে আর "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্যটি এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে মুহাম্মাদ ﷺ একজন বান্দা, মা'বুদ নন, সত্যবাদী রাসূল মিথ্যাবাদী নন। মুহাম্মাদ ﷺ কে অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে কারণ তিনি আসলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তিনি ছিলেন একই সাথে বার্তাবাহক এবং বিচারপতি যিনি মানুষের কলহ বিবাদের মীমাংসা করতেন শুধুমাত্র আল্লাহর আইন দিয়ে তা যে বিষয়েই হোকনা কেন - জীবন সম্পর্কিত, পারিবারিক ব্যাপার, সম্পদ বা ভূমি সম্পর্কিত। তদুপরি, তিনি ইবাদতের যোগ্য নন। বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেন, "আর যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা (মুহাম্মাদ ﷺ) তাঁকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল।" [সূরা আল-জিনঃ ১৯] আর রাসূল ﷺ বলেন, "আমি কেবল তাঁর বান্দা মাত্র, সুতরাং বল 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'।" [বুখারি হতে বর্ণিত]

তাওহীদের অত্যাবশ্যক অংশ হল রাসূল ﷺ কে যথাযথভাবে আনুগত্য করা, সকল বিবাদে তার মীমাংসা চাওয়া এবং অন্য সবার মত অগ্রাহ্য করা। যেমনটা করে মুনাফিকরা, তারা তার উপর ঈমান আনার দাবি করে, আবার তাগূতের কাছে বিচার চাইতে যায়। এইভাবেই বান্দা তাওহীদ এবং রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে, অতঃপর, সে ঈমানের পূর্ণ স্বাদ অর্জন করে। দুই সাক্ষ্যের মানে এটাই। যখন এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তখনই উপরোক্ত আয়াতের মানে বোঝা যাবে - যারা রাসূল ﷺ ও পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হওয়া সবকিছুর উপর ঈমান আনার দাবী করে কিন্তু একই সময়ে তাদের কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাতের বাইরে বিচার চায় আল্লাহ ﷻ তাদের দাবী নাকচ করে দিয়েছেন। ইবনুল-ক্বাইয়ীম বলেন, "তাগূত সেই যে তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, শব্দটি তুগইয়ান থেকে এসেছে যার মানে হল সীমা অতিক্রম করা"। অতএব যখন কেউ কিতাবুল্লাহ আর রাসূলের সুন্নাত দিয়ে বিচার করেনা সে তার সীমা অতিক্রম করে তাগূতে পরিণত হয়। একইভাবে যারা আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারো ইবাদত করে তারা আসলে তাগূতের ইবাদত করে, ইবাদতের যোগ্য নয় এমন কারো ইবাদত করে ইবাদতের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনটিই তাদের অবস্থা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক বানায় এবং অন্য কারো কাছে বিচার চায়। তাই "যারা ঈমান আনার দাবী করে" আল্লাহর এই ইরশাদটি তাদের ঈমানের মিথ্যা দাবীর প্রত্যাখ্যান। আল্লাহ ﷻ বলেন নি "যারা ঈমান আনে" কারণ তারা যদি সত্যিকার ঈমানদার হত তারা আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য কারো কাছে বিচার চাইতনা এবং আল্লাহও বলতেন না "যারা ঈমানের দাবী করে"। মিথ্যা দাবীর ক্ষেত্রেই এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় কারণ তার কাজ তার দাবীর বিপরীত। ইবনে কাসির বলেন, "এই আয়াতটি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে বাতিল কিছুর কাছে বিচার চায় তাদের দাবী খণ্ডন করে - এখানে 'তাগূত' বলতে এটাকেই বোঝানো হয়েছে"।

আল্লাহর ﷻ ইরশাদ "যদিও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে" অর্থাৎ তাগূতকে, এটা প্রমাণ করে যে তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক, এমনকি ঈমানের বিপরীত। সুতরাং তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ঈমান সঠিক হয়না। বস্তুত তাগূতকে যে প্রত্যাখ্যান করেনা

তাগূতের কাছে বিচার চেয়ে দ্বীন ত্যাগ করাকে শয়তান কৌশলে মানুষের কাছে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে

তার আসলে আল্লাহর ﷺ প্রতি ঈমান নেই।

তাঁর ﷺ ইরশাদ "শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (দ্বীন থেকে) গোমরাহির পথে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়" মানে হল কিতাবুল্লাহ আর রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বাইরে বিচার চাওয়া মানে শয়তানের আনুগত্য করা। আর শয়তান তার দলকে জাহান্নাম-বাসী হতে আহবান করে। তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া ত্যাগ করা ওয়াজিব এবং তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী কাফির - এই আয়াতটি তারই দলিল।

তাঁর ﷺ ইরশাদ "আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে আসো - যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে" মানে হল যখন তাদেরকে আল্লাহর ওহী ও রাসূলের কাছ থেকে বিচার প্রার্থনার আহবান জানানো হল তারা ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করল যেমনটি আল্লাহ বলেন, "তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়"। [সূরা নূরঃ ৪৮] ইবনুল-ক্বাইয়্যিম বলেন, "কোরআন ও সুন্নাহ দিয়ে বিচার করার আহবান যে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে সে মুনাফিক - এই আয়াতটি তার দলিল।" "সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে" এখানে এই শব্দগুলো অকর্মক ক্রিয়া, সকর্মক ক্রিয়া নয়, এবং এটা "ফিরে যাওয়া" অর্থ করে, এটা "অন্যদের নিবৃত্তি" অর্থ করেনা। সে কারণে "সরে যাওয়া" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যা অকর্মক ক্রিয়া "পিছু হটা" বা অন্য সকর্মক ক্রিয়া

জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী দরবারী আলেমদের একজন

ব্যবহার করা হয়নি। যদি কেউ শুধু মাত্র আল্লাহর আইন দিয়ে বিচারিত হওয়া থেকে সরে গেলে মুনাফিক হয়ে যায় তাহলে যে অন্যদের কোরআন, সুন্নাহ ও তা দিয়ে বিচার চাওয়া থেকে মানুষদের নিবৃত্ত করে - তার কথা, কলম বা কাজ দিয়ে - কল্যাণকামনা আর শুভাকাঙ্ক্ষার নামে তার হুকুম কী হবে?!

বর্তমান সময়ে ঈমান ও ইলমের দাবীদারদের অনেকের অবস্থা এরকমই। যখন তাদের আল্লাহর ওহী ও রাসূলের সুন্নাত দিয়ে বিচারের আহবান জানানো হয়, "আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আল-মুনাফিক্বুনঃ ৫] এবং তারা (তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থীদের জন্য) অজুহাত খাড়া করে যে তারা জানে না এবং তারা অজ্ঞ। "বরং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাক্বারাহঃ ৮৮]

তাঁর ﷺ ইরশাদ "তাদের কৃতকর্মের জন্য মুসীবত আসলে কি হয়?" প্রসঙ্গে ইবনে কাসির বলেন, "এর মানেঃ তবে তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের পাপের পরিণতি তাদের আপনার কাছে নিয়ে আসে, আপনাকে তাদের দরকার হয়ে পড়ে"। ইবনুল-ক্বাইয়্যিম বলেন, "দুর্ভোগ বলতে তাদের অপকীর্তি প্রকাশ হয়ে যাওয়া বোঝানো হয়েছে যা কোরআনে তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আর সন্দেহাতীত ভাবে এটাই সর্বোচ্চ ক্ষতি ও দুর্ভোগ। সুতরাং তাদের শারীরিক, আত্মিক ও ধর্মীয় কৃতকর্মের কারণে ঘটা দুর্ভোগ ঘটেছে তাদের রাসূল ﷺ এর প্রতি করা বিরোধিতার মাধ্যমে, আর আত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষতিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। তার ফলে তারা সৎকর্মকে পাপাচার হিসেবে, হিদায়াহকে গোমরাহ হিসেবে, হক্ব কে বাতিল হিসেবে আর ন্যায় কে অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এটাই অন্তরের রোগ, এটাই রাসূল ﷺ আর তার বিধানকে বিরোধিতার ফল। "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে" [সূরা নূরঃ ৬৩] সুফিয়ান আস-সাওরি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'তাদের অন্তরে মোহর মারা হবে'।"

তাঁর ﷺ ইরশাদ "তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না" ইবনে কাসির এ সম্পর্কে বলেন "এর মানে তারা ওজর খুঁজেছে এবং কসম করেছে যে, 'আমরা কেবল কিছু সুবিধা ও স্তুতির আশায় অন্যের কাছে (বিচার চাইতে) গিয়েছিলাম'"। অন্য উলামারা বলেন, "মঙ্গল" মানে খারাপ কিছু না করা, আর "সম্প্রীতি" মানে দুই বিরোধী পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে, মানে তারা বলতে চায় যে "আমরা আপনাদের বিরোধিতা করতে চাইনি বা আমরা আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর নাখোশও নই।"

["তাইসিরুল আজিজুল হামিদ" থেকে সংকলিত ও সংক্ষেপিত]